চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

■ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। এই সূত্রগুলো ত্রিপিটকে রয়েছে, যা পাঠ করলে নানা রকম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মঙ্গল সাধিত হয়। রতন সূত্রে বুদ্ধের রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিত্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের বিষয়বস্তু হলো প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করাই হচ্ছে করণীয় মৈত্রী সূত্রের মূল কথা।

সূত্র ও নীতিগাথা দেশনা

AUDIO BOOK

শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'সূত্র ও নীতিগাথা' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

■ অধ্যায়টির শিখনফল

Tutor এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো.,য. বো. '১৯; স. বো., '১৮; '১৭; '১৬।	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
★★	২. রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো.,রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো. '১৯; স. বো. '১৮; '১৭;.'১৬; '১৫।	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ১০৪
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ১০৪
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ১০৪
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ১০৫

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১০৬
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১১৩
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১১৪
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ১১৬
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ১২৫
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১২৫
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১২৬
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ১২৭
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১২৭
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১২৮

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor: এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	৩	-	১	-	১	২	২	১	-	৩	১৩
২	৩	-	১	-	১	২	২	১	-	৪	১৪

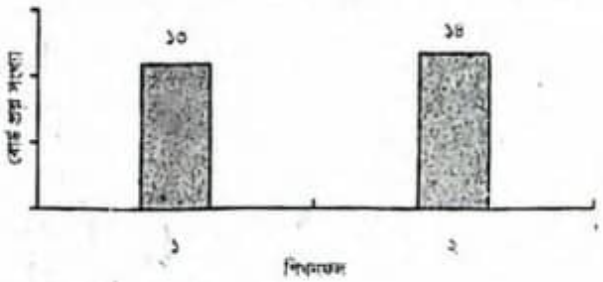

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ২ ও ১

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor: এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

সূত্র ও নীতিগাথা

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্তপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব রয়েছে। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহে প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মর্মবাণী। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সূত্র ও নীতিগাথা পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং অশুভ প্রভাব হতে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে সূত্র পাঠ করা হয়। যেমন— রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে; করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে; সু-পুব্বণ্হ সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে; বোজ্ঝঙ্গ সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে; অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়। ত্রিপিটকে আরও অনেক সূত্র আছে যেগুলো পাঠ করলে নানা রকম বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বহু রকম মঙ্গল সাধিত হয়।

কুইজ-১

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী কী?
প্রশ্ন-২. বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের বিভিন্ন উপলক্ষে যে দেশনা দিয়েছিলেন তাকে কী বলে?
প্রশ্ন-৩. সূত্র ও নীতিগাথা ত্রিপিটকের কোন গ্রন্থে রয়েছে?
প্রশ্ন-৪. দুর্ভিক্ষ ও মহামারি থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?
প্রশ্ন-৫. ভূত ও যক্ষ থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?
প্রশ্ন-৬. অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?
প্রশ্ন-৭. রোগ-শোক থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?
প্রশ্ন-৮. গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১০৫ দেখো।

রতন সূত্রের পটভূমি

তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল। এক সময় ভারতের বৈশালী লিচ্ছবিদের গণরাজ্যে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। ফলে প্রচুর লোক মারা যায় এবং জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটে। বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি-এ তিন উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে সমাধান চাইতে গেলে রাজা তথাগত বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধের আগমনে অমনুষ্যগণ পালিয়ে গেল। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে রতনসূত্র শিখে আবৃত্তি করতে বললেন। স্থবির আনন্দ রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালীনগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করেন। এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে রোগ ভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয় এই ত্রিবিধ ভয় দূর হয়ে যায়।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী কেমন নগরী ছিল?
প্রশ্ন-২. নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে কোন নগরী পরিপূর্ণ ছিল?
প্রশ্ন-৩. বৈশালী ভারতের কাদের গণরাজ্য ছিল?
প্রশ্ন-৪. লিচ্ছবিদের গণরাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয় কোন কারণে?
প্রশ্ন-৫. বৈশালীবাসী কয় উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে গেল?
প্রশ্ন-৬. সমস্যা সমাধানে রাজা কার শরণাপন্ন হন?
প্রশ্ন-৭. বুদ্ধের আগমনে বৈশালী নগরী হতে কারা পালিয়ে গেল?
প্রশ্ন-৮. ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে কী আবৃত্তি করতে বললেন?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১০৫ দেখো।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। তখন বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধামতো কোনো স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন। হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরূপ স্থান ঠিক করে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন। তখন পাঁচশত ভিক্ষু নিকটবর্তী পর্বতে ধ্যান-সাধনা করতেন। সেই পর্বতে অনেক বৃক্ষদেবতা ছিল। ভিক্ষুদের শীলতেজে ও ধ্যান প্রভাবে দেবতাগণের অবাধ বিচরণে অসুবিধা হতো। তাই তারা ভিক্ষুগণকে তাড়ানোর জন্য বিবিধ উপদ্রব আরম্ভ করলেন। এতে ভিক্ষুগণ বিচলিত ও আতঙ্কিত হলেন। তাঁরা পরামর্শ করে বর্ষাবাস ভেঙে বুদ্ধের কাছে চলে এলেন। বুদ্ধকে তাঁদের উপদ্রবের কথা জানালেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সেই পর্বতে গিয়ে করণীয় সূত্র পাঠ পূর্বক বর্ষাবাস করতে উপদেশ প্রদান করেন। প্রতি মাসের অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে (আটটি উপোসথ দিবসে) এই সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। করণীয় সূত্র পাঠের প্রভাবে এবং ভিক্ষুগণের মৈত্রী চিত্তগুণে দেবগণ শান্ত হলেন। তারা আর কোনো উপদ্রব না করে ভিক্ষুগণের সেবা করতে লাগলেন। দেবতাগণের সেবা ও শান্ত পরিবেশে ভিক্ষুগণ নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস সমাপ্ত করলেন।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. করণীয় মৈত্রী সূত্রের সময় বুদ্ধ কোথায় বাস করছিলেন?

প্রশ্ন-২. বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা কোন স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন?

প্রশ্ন-৩. কোন পর্বতের পাশের বনে বসবাসরত ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় বৃক্ষ দেবতারা উৎপাত করেছিল?

প্রশ্ন-৪. ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে কাদের অবাধ বিচরণে অসুবিধা হতো?

প্রশ্ন-৫. ভিক্ষুগণ কাকে তাঁদের উপদ্রবের কথা জানালেন?

প্রশ্ন-৬. অমনুষ্য বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব থেকে বাঁচতে বুদ্ধ কোন সূত্র শিক্ষা দেন?

প্রশ্ন-৭. প্রতিমাসে অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?

প্রশ্ন-৮. করণীয় সূত্র পাঠের প্রভাবে এবং ভিক্ষুগণের মৈত্রী চিত্তগুণে বৃক্ষদেবতাগণ কী হলেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১০৫ দেখো।

রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। রতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিত্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। করণীয় মৈত্রী সূত্রের বিষয়বস্তু হলো প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করাই হচ্ছে করণীয় মৈত্রী সূত্রের মূল কথা। মাতা যেমন নিজের জীবনের বিনিময়ে নিজের সন্তানকে রক্ষা করে তেমনি সকলের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করাই হচ্ছে করণীয় সূত্রের মূল শিক্ষা।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কোন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে?

প্রশ্ন-২. বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নকে একত্রে কী বলা হয়?

প্রশ্ন-৩. কার শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়?

প্রশ্ন-৪. রতন সূত্রে কোন সত্যের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৫. কোনো জীবকে অবহেলা না করা কোন সূত্রের মূল কথা?

প্রশ্ন-৬. কারো অমঙ্গল না করা কোন সূত্রের মূল কথা?

প্রশ্ন-৭. ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি কী করা উচিত?

প্রশ্ন-৮. কে নিজের জীবনের বিনিময়ে নিজের সন্তানকে রক্ষা করে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১০৫ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ ১	১। সূত্র ও নীতিগাথা; ২। সূত্র ও নীতিগাথা; ৩। সুত্তপিটকে; ৪। রতন সূত্র; ৫। করণীয় মৈত্রী সূত্র; ৬। সু-পুব্বনহ সূত্র; ৭। ভোজ্জঙ্গ সূত্র; ৮। অঙ্গুলিমাল সূত্র।
কুইজ ২	১। সমৃদ্ধ; ২। বৈশালী; ৩। লিচ্ছবিদের; ৪। অনাবৃষ্টি; ৫। তিন; ৬। বুদ্ধের; ৭। অমনুষ্যগণ; ৮। রতন সূত্র।
কুইজ ৩	১। শ্রাবস্তীতে; ২। পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে; ৩। হিমালয়; ৪। বৃক্ষদেবতারা; ৫। বুদ্ধকে; ৬। করণীয় মৈত্রী সূত্র; ৭। করণীয় মৈত্রী সূত্র; ৮। শান্ত।
কুইজ ৪	১। রতন সূত্রে; ২। ত্রিরত্ন; ৩। ত্রিরত্নের; ৪। চতুরার্য সত্য; ৫। করণীয় মৈত্রী সূত্র; ৬। করণীয় মৈত্রী সূত্র; ৭। মৈত্রী-ভাবনা; ৮। মাতা।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড ——— দেখা দেয়।

২. এতেন সচ্চেন ——— হোতু।

৩. সেই বনের মধ্যে ছিল বহু ———।

৪. ——— যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।

৫. মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে ——— সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

উত্তর: ১. মহামারি; ২. সুবত্থি; ৩. বৃক্ষদেবতা; ৪. মাতা; ৫. রতন।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: রতন সূত্রের পটভূমি: বৈশালী বুদ্ধের সময় একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। এক সময় এ রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারি সহ বিবিধ উপদ্রব রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত লোক মারা যেতে থাকে। এমনকি মৃত দেহ সৎকারের লোকও পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন রাজা ও মন্ত্রণালয়ের লোকজন এক পরামর্শ সভা করলেন। সভার সিদ্ধান্ত হয় যে, মহাপুণ্যবান বুদ্ধকে রাজগৃহ থেকে বৈশালীতে আনতে হবে। তাই রাজার দূতকে রাজগৃহে রাজার কাছে পাঠানো হলো। দূতগণ রাজাকে সমস্ত

বৃত্তান্ত জানালেন। রাজা বৈশালীর দুরবস্থা দূরীকরণে বুদ্ধকে বৈশালী গমনের জন্য অনুরোধ করলেন। রাজা ও দূতগণের অনুরোধে বুদ্ধ বৈশালী গমনে ইচ্ছুক হলেন।

বৈশালীর রাজ দূতগণের অনুরোধে বুদ্ধ যথা সময়ে বৈশালী যাত্রা করলেন। বুদ্ধ বৈশালী সীমান্তে পা রাখার সাথে সাথে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি করলেন। ফলে সমস্ত উপদ্রব ও ভয় দূরীভূত হলো। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসল।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি: বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীতে বাস করতেছিলেন। তখন পাঁচশত ভিক্ষু নিকটবর্তী পর্বতে ধ্যান সাধনা করতেন। সেই পর্বতে অনেক বৃক্ষদেবতা ছিল। ভিক্ষুদের শীলতেজে ও ধ্যান প্রভাবে দেবতাগণের অবাধে বিচরণে অসুবিধা হতো। তাই তারা ভিক্ষুগণকে তাড়ানোর জন্য বিবিধ উপদ্রব আরম্ভ করলেন। এতে ভিক্ষুগণ বিচলিত ও আতঙ্কিত হলেন। তাঁরা পরামর্শ করে বর্ষাবাস ভেঙে বুদ্ধের নিকট চলে এলেন। বুদ্ধকে তাঁদের উপদ্রবের কথা জানালেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সেই পর্বতে গিয়ে করণীয় সূত্র পাঠ পূর্বক বর্ষাবাস করতে উপদেশ প্রদান করেন।

ভিক্ষুগণ বুদ্ধের উপদেশে আবার সেই পর্বতে ফিরে গেলেন। বুদ্ধের পরামর্শমত তাঁরা করণীয় সূত্র আবৃত্তি পূর্বক ধ্যান করতে লাগলেন। করণীয় সূত্র পাঠের প্রভাবে এবং ভিক্ষুগণের মৈত্রী চিত্তগুণে দেবগণ শান্ত হলেন। তারা আর কোনো উপদ্রব না করে ভিক্ষুগণের সেবা করতে লাগলেন। দেবতাগণের সেবা ও শান্ত পরিবেশে ভিক্ষুগণ নিরুপদ্রবভাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করলেন।

প্রশ্ন-২. করণীয় মৈত্রী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ।

উত্তর: করণীয় সূত্রের বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা হল—

১. শান্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি— সক্ষম, সরল বা ঋজু, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমলস্বভাব ও অভিমানহীন হবেন।

২. (তিনি সর্বদা যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্পে তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয়, অভিজ্ঞ, অপ্রগলভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত হবেন।

৩. এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন। সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক— এরূপ চিন্তা করতে হবে।

৪. যেসব প্রাণী অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল।

৫. দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম নেবে সেই সকল প্রাণীগণ সুখী হোক।

৬. একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা করো না। হিংসা বা ক্রোধবশত কারো দুঃখ কামনা করো না।

৭. মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮. সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। ঊর্ধ্ব, নিম্নে ও বক্রভাবে (যত প্রাণী আছে তাদের প্রতি) ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈরীহীন ও শত্রুতাহীন হবে।

৯. দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় এবং না ঘুমানো পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে।

১০. শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৬৭টি সাধারণ ■ ২৪টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ১৪টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. কোন সূত্র পাঠের মাধ্যমে অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯।

ⓚ তোজ্ঝাঙ্গ সূত্র ⓚ সু-পুব্বণহ সূত্র
ⓖ অঙ্গুলিমাল সূত্র ⓖ করণীয় মৈত্রী সূত্র **খ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- সবরকম অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়– সূত্র।
- ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীকে বলা হয়– সূত্র বা নীতিগাথা।
- বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মূলভাব ধারণ করে– সূত্র বা নীতিগাথাসমূহ।
- জীবনের উন্নতির জন্য পাঠ করা উচিত– সূত্র বা নীতিগাথা।
- অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়– সু-পুব্বণহ সূত্র।
- সবরকম রোগ-শোক থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়– তোজ্ঝাঙ্গ সূত্র।
- গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়– অঙ্গুলিমাল সূত্র।
- ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়– করণীয় মৈত্রী সূত্র।

২. ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী- ভাবনা করা উচিত, কারণ এতে— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯।

i. কায়-মন-বাক্য সংযত হয়
ii. শত্রুতা দূর হয়
iii. বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা হলো— করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা।
- মৈত্রীভাবনা চিত্তকে— সমাহিত করে।
- করণীয় মৈত্রী সূত্রের শিক্ষা হলো– জীবকে মৈত্রীভাব দেখানো।
- তৃষ্ণা ও পুনর্জন্মরোধ করে নির্বাণ লাভ করেন– মৈত্রীভাবনাকারী।
- কায়-মন-বাক্য সংযত ও চিত্ত সমাহিত হয়– মৈত্রীভাবনা করলে।
- সব রকম শত্রুতা দূর করা সম্ভব– মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে।
- বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী বা সূত্র পাঠে রক্ষা পাওয়া যায়– সব বিপদ থেকে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষু একাগ্র চিত্তে নিবিষ্ট হয়ে চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে দর্শন করেছেন। এই সম্যক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধা এই তিন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়।

৩. শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষুকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা যায়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯।

ⓚ স্তম্ভ ⓚ ধর্মরত্ন
ⓖ সংঘরত্ন ⓖ সমাধি **ক**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত স্তম্ভ হল– ইন্দ্রখীল।
- সম্যকরূপে চতুরার্য সত্য দর্শনকারী তুলনীয়– ইন্দ্রখীলের সাথে।
- ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীকে বলা হয়– ধর্মরত্ন (সূত্র বা নীতিগাথা)।

- বুদ্ধের ধর্মবাণী পালন ও প্রচারকারীদের বলা হয়– সংঘরত্ন।
- আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম– সমাধি।
- সব রত্ন থেকে শ্রেষ্ঠ– ত্রিরত্ন।

৪. **উক্ত ভিক্ষুর তিন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হওয়ার ফলে, তিনি–** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৪।*
i. চার প্রকার নরক হতে মুক্তি পাবেন
ii. মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা করা থেকে বিরত হবেন
iii. বার বার জন্মগ্রহণ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- সৎকায়-দৃষ্টি, সন্দেহ ও ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধা হলো– তিন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা।
- স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মুক্তি পাবেন– চার প্রকার নরক হতে।
- ছয় প্রকার মহাপাপ (মাতা-পিতা ও অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত প্রভৃতি) থেকে বিরত হন– স্রোতাপন্ন ব্যক্তি।
- প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি বার বার জন্মগ্রহণ করে– তৃষ্ণার কারণে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. **বুদ্ধের নির্দেশে কে রতন সূত্র আবৃত্তি করেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [সকল বোর্ড '১৮, '১৫]*
ক উপালি খ সারিপুত্র
গ আনন্দ ঘ বপ্প **গ**

মহামতি বুদ্ধের শিষ্যরা ছিলেন শ্রুতিধর। তারা একেকজন একেকরকম গুণসম্পন্ন ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের সেবক ও সূত্রধর। তিনি বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন। এজন্য তাকে 'ধর্মভাণ্ডারিক' বলা হতো। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে আনন্দ স্থবির সূত্র বা ধর্ম আবৃত্তি করেন।

উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৬. **বৈশালী কাদের গণরাজ্য ছিল?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক লিচ্ছবিদের খ শাক্যদের
গ কোলিয়দের ঘ বজ্জীদের **ক**

৭. **বুদ্ধের নির্দেশে কে রতন সূত্র পাঠ করেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক আনন্দ স্থবির খ উপালি স্থবির
গ সারিপুত্র স্থবির ঘ মহাকশ্যপ স্থবির **ক**

৮. **বৃক্ষ দেবতারা কী ছড়াল?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]*
ক সুগন্ধ খ দুর্গন্ধ
গ সুবাতাস ঘ শীলতেজ **খ**

৯. **ভিক্ষুরা বর্ষাবাসব্রত শেষ না করে স্থান ত্যাগে বাধ্য হলেন কেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রবে খ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায়
গ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ঘ কষ্ট সহ্য করতে না পারায় **ক**

১০. **ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হওয়ার কারণ–** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক বৃক্ষ দেবতাদের দুর্গন্ধ ছড়ানো
খ বৃক্ষ দেবতাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন
গ বৃক্ষ দেবতাদের অশুভ আচরণ
ঘ বৃক্ষ দেবতাদের বিকট শব্দ **ক**

১১. **বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে করণীয় মৈত্রীসূত্র পাঠ করতে উপদেশ দিলেন কেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৬। [সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক দুর্ভিক্ষ রোধ করতে
খ ধন-সম্পদ লাভ করতে
গ বৃক্ষ দেবতাদের ভয় থেকে রক্ষা পেতে
ঘ শস্য উৎপাদন বাড়াতে **গ**

১২. **বুদ্ধ কেন করণীয় মৈত্রীসূত্র পাঠ করেছিলেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৬। [সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক দেবতাদের রক্ষা করার জন্য
খ বৃক্ষ দেবতাদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য
গ সংঘের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য
ঘ দানকর্মে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য **খ**

১৩. **বৈশালীবাসী মহামারি থেকে রক্ষা পেল–** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [সকল বোর্ড ২০২০]*
i. দূষণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে
ii. বুদ্ধের ব্যবহার্য পাত্র হতে জল ছিটিয়ে
iii. বুদ্ধের প্রধান সেবকের সূত্র পাঠের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অমিত মারমা নতুন বাড়ী নির্মাণ করার পর সেখানে গভীর রাতে অমনুষ্য আত্মার চিৎকার, কান্না ও হাসির শব্দ শুনতে পায়। এই উপদ্রব বন্ধ করতে তিনি বিহারের শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুর মাধ্যমে সূত্রপাঠের ব্যবস্থা করলেন। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [সকল বোর্ড ২০১৬]*

১৪. **শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু কোনসূত্র পাঠ করলেন?**
ক রতন সূত্র খ করণীয় মৈত্রীসূত্র
গ মঙ্গল সূত্র ঘ সু-পুব্বণহ সূত্র **খ**

১৫. **উক্ত সূত্রের শিক্ষণীয় দিক হলো–** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫।*
i. বুদ্ধের সূত্রের অনুশীলন করা
ii. অমনুষ্যগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা
iii. অমনুষ্যগণের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ ii ও iii **গ**

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

১৬. **বৈশালীতে মহামারি শুরু হয় কেন?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]*
ক শব্দ দূষণে খ বায়ু দূষণে
গ পানিদূষণে ঘ পরিবেশ দূষণে **ঘ**

১৭. **বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত?** ☐ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]*
ক বেসার খ জেতবন
গ লুম্বিনী ঘ শ্রাবস্তী **ক**

১৮. **ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল কোনটি?** ☐ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক বৈশালী খ কোল
গ কুশীনগর ঘ দণ্ডভুক্তি **ক**

১৯. **রতন সূত্র কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?** *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১। [উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, ঢাকা]*
ক ধাতুকথা খ যমক
গ খুদ্দক ঘ দীঘনিকায় **গ**

☐ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

২০. সমাগতানি শব্দের অর্থ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ⓚ সমবেত ⓚ সুখী ⓖ ভূমিবাসী ⓖ অমৃত ● ঘ

২১. বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা কোন জায়গা বেছে নিতেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ]
ক) নদীর পাড় খ) পর্বতের গুহা
গ) বাসগৃহ ঘ) মরুভূমি ● গ

২২. ভিক্ষুদের বিতাড়ন করতে কারা ভয়ঙ্কর আকৃতির মূর্তিরূপ ধারণ করলেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫। [ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক) দেবতারা খ) ভূত দেবতারা
গ) বিহগ দেবতারা ঘ) বৃক্ষ দেবতারা ● ঘ

২৩. সন্তুং শব্দের অর্থ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৬। [সেন্ট প্ল্যাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
ক) অশান্ত খ) সমর্থ গ) শান্ত ঘ) তুষ্ট ● গ

করণীয় মৈত্রীসূত্রে সন্তুং বা শান্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, সক্ষম, সরল বা ঋজু, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমল স্বভাব ও অভিমানহীন হবেন।

২৪. বৈশালীতে যে ধরনের উপদ্রব দেখা যায়– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০। [ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
i. দুর্ভিক্ষ
ii. মহামারি
iii. অতিবৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ● ক

২৫. বৈশালীবাসী রতন সূত্র পাঠ করে ফিরে পায়– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১। [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
i. শান্তি
ii. শস্যের সমারোহ
iii. উৎফুল্লতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ● ঘ

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

Tutor: পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা **Audio Book** থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে **TOP 10 TIPS** দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: রতন সূত্রের পটভূমি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫০

TOP 10 TIPS

১. বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীকে বলে— সূত্র।
২. দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়— রতন সূত্র।
৩. রোগ থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়— ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র।
৪. যক্ষাদির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়– করণীয় মৈত্রী সূত্র।
৫. গর্ভ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়– অঙ্গুলিমাল সূত্র।
৬. ভারতে লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল– বৈশালী।
৭. বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত– বৈশালী।
৮. প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়– বৈশালীতে।
৯. নগরে ঘুরে ঘুরে রতন সূত্র আবৃত্তি করলেন– আনন্দ।
১০. চার প্রকার মহাপাপ থেকে মুক্ত— স্রোতাপন্ন ব্যক্তি।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

২৬. কার মুখ নিঃসৃত বাণীকে সূত্র বলে? (জ্ঞান)
ক) উপালির খ) আনন্দের
গ) গৌতম বুদ্ধের ঘ) সুভদ্রের ● গ

বুদ্ধের ধর্মবাণীর সূত্র আকারে গ্রথিত ভাগকে সূত্র বা সূত্রপিটক বলে। সূত্রপিটক পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা: দীর্ঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়।

২৭. রতন সূত্র পাঠ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক) রোগ থেকে রক্ষা পেতে
খ) ভূত হতে রক্ষা পেতে
গ) যক্ষ্মা থেকে রক্ষা পেতে
ঘ) দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে ● ঘ

২৮. দুর্ভিক্ষ ও মহামারি থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়? (জ্ঞান)
ক) করণীয় মৈত্রী সূত্র খ) রতন সূত্র
গ) অঙ্গুলিমাল সূত্র ঘ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র ● খ

২৯. ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে কী পাঠ করা হয়? (জ্ঞান)
ক) রতন সূত্র খ) করণীয় মৈত্রী সূত্র
গ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র ঘ) সু-পুব্বনহ সূত্র ● খ

৩০. ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র পাঠ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক) রোগ থেকে রক্ষা পেতে
খ) ভূত থেকে রক্ষা পেতে
গ) দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে
ঘ) যক্ষা থেকে রক্ষা পেতে ● ক

৩১. সকল প্রকার রোগ-শোক থেকে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়? (জ্ঞান)
ক) সু-পব্বনহ সূত্র খ) রতন সূত্র
গ) করণীয় মৈত্রী সূত্র ঘ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র ● গ

৩২. গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কোন সূত্র পাঠ করা হয়? (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) রতন সূত্র খ) করণীয় মৈত্রী সূত্র
গ) অঙ্গুলিমাল সূত্র ঘ) সু-পুব্বনহ সূত্র ● গ

৩৩. বুদ্ধের সময়ে কী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল? (জ্ঞান)
ক) বৈদ্যনাথ তলা খ) শ্রাবস্তী
গ) বৈশালী ঘ) জীবন নগর ● গ

৩৪. বৈশালী রাজ্যের অধিবাসী কারা ছিল? (জ্ঞান)
ক) বৈষ্ণবীরা খ) লিচ্ছবিরা
গ) শাক্যরা ঘ) মল্লরা ● খ

৩৫. বৈশালী নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় কেন? (অনুধাবন)
ক) অনাবৃষ্টিতে খ) অতিবৃষ্টিতে
গ) যুদ্ধের কারণে ঘ) ষড়যন্ত্রের কারণে ● ক

৩৬. কতজন লিচ্ছবি কুমার সৈন্যবাহিনী ও উপঢৌকনসহ বুদ্ধকে আনতে যাত্রা করলেন? (জ্ঞান)
ক) দুইজন খ) তিনজন
গ) চারজন ঘ) পাঁচজন ● ক

৩৭. ভগবান বুদ্ধ কাকে রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করতে বললেন? (জ্ঞান)
ক) উদায়ীকে খ) উপালিকে
গ) বিশ্বম্বরকে ঘ) আনন্দকে ● ঘ

৩৮. বুদ্ধের নির্দেশে কে রতন সূত্র আবৃত্তি করেন? (জ্ঞান)
ক) সারিপুত্র খ) আনন্দ
গ) উপালি ঘ) অশ্বঘোষ ● খ

৩৯. আনন্দ কীভাবে রতন সূত্র পাঠ করতে লাগল? (অনুধাবন)
ক) গাছের নিচে বসে খ) নগর ঘুরে ঘুরে
গ) ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘ) পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে ● খ

৪০. বুদ্ধ কোন নগরীতে 'রতন সূত্র' পাঠের নির্দেশ দেন? (জ্ঞান)
ক) সারনাথে খ) লুম্বিনীতে
গ) বৈশালীতে ঘ) শ্রাবস্তীতে ● গ

৪১. স্রোতাপন্ন ব্যক্তি কত প্রকার মহাপাপ হতে মুক্ত? (জ্ঞান)
ক) চার খ) ছয়
গ) আট ঘ) দশ ● খ

স্রোতাপন্ন ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা, চার প্রকার নরক এবং ছয় প্রকার মহাপাপ থেকে মুক্ত হন। এই ছয় প্রকার মহাপাপ হলো: মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত, বুদ্ধ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ ও সঙ্ঘভেদ।

৪২. বুদ্ধ নানা স্থানে নানা উপলক্ষে নানা ধর্মোপদেশ দান করতেন। এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কী? (প্রয়োগ)
ক) শীল খ) সূত্র
গ) জাতক ঘ) অট্ঠকথা ● খ

৪৩. সীমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সীমার কী করা প্রয়োজন? *(প্রয়োগ)*
ক পালানো প্রয়োজন খ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা
গ রতন সূত্র পাঠ ঘ ভোজ্জঝা সূত্র পাঠ **গ**

৪৪. বিভাবসু চাকমা নিয়মিত রতন সূত্র পাঠ করেন। এর ফলে তিনি কোনটি থেকে রক্ষা পাবেন? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক দুর্ভিক্ষ ও মহামারি খ যক্ষ ও ভূত
গ রোগ ও শোক ঘ অশুভ গ্রহের প্রভাব **ক**

৪৫. অশুভ গ্রহের প্রভাবে নানা সমস্যায় ভুগতে থাকা ঈশিকা মুক্তির লক্ষ্যে যা পাঠ করতে পারেন— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক রতন সূত্র খ করণীয় মৈত্রীসূত্র
গ সু-পক্কনহ সূত্র ঘ ভোজ্জঝা সূত্র **গ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৪৬. ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী হলো– *(অনুধাবন)*
i. সূত্র
ii. নীতিগাথা
iii. উপদেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৭. বৈশালীর গণরাজ্যটিতে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়– *(অনুধাবন)*
i. সমৃদ্ধ নগরী
ii. যুদ্ধ
iii. অনাবৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৪৮. বৌদ্ধদের সূত্র মুখস্থ করার কারণ– *(অনুধাবন)*
i. স্মৃতি শক্তি বাড়ানো
ii. মৃত্যুর পর উচ্চ জীবন লাভ করা
iii. পুণ্য লাভ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৯. খিয়াং মারমা নানা ভয় ও বিপদ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত সূত্র ও গাথা পাঠ করেন। তার ভয় ও বিপদের সাথে মিল রয়েছে– *(প্রয়োগ)*
i. দুর্যোগ-দুর্ঘটনা
ii. অশুভ শক্তির কুপ্রভাব
iii. রোগ-শোক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫০. থের শ্রদ্ধানন্দের দেশনায় সমস্যাপীড়িত ব্যাঙচিং নগরীর জনগণ নিয়মিত রতনসূত্র পাঠ করছেন। এর ফলে তারা রক্ষা পাবেন— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. দুর্ভিক্ষ থেকে
ii. অমনুষ্য থেকে
iii. মহামারি থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দীপংকর এমন একটি রাজ্য পরিদর্শন করেছে যা বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় এ নগরী অনেক সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু একবার প্রচণ্ড অনাবৃষ্টিতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ এবং অমনুষ্য পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল।

৫১. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত নগরীর অতীতের নাম কী ছিল? *(প্রয়োগ)*
ক মগধ খ বৈশালী
গ রাজগৃহ ঘ পাটালিপুত্র **খ**

৫২. উক্ত নগরীতে কোন সূত্র পাঠ করে নগরের ত্রিবিধ ভয় দূর করা হয়? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক রতন সূত্র খ মঙ্গল সূত্র
গ কলহ বিবাদ সূত্র ঘ মৈত্রী সূত্র **ক**

★★ পাঠ-২ ও ৩: রতন সুত্তং (পালি) এবং রতন সূত্র (বাংলা) TOP 10 TIPS
পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫১, ৫৩

১. সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন— বুদ্ধ।
২. বিরমুতো শব্দের অর্থ— বিমুক্ত।
৩. অন্তলিক্খে শব্দের অর্থ– আকাশে।
৪. দসসন সম্পদায় শব্দের অর্থ— সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন।
৫. সমাগতানি শব্দের অর্থ– সমবেত।
৬. পসত্থা শব্দের অর্থ– প্রশংসা।
৭. মানুসিয়া পজায় অর্থ– মানবগণের জন্য।
৮. অরিযসচ্চানি শব্দের অর্থ— আর্যসত্যসমূহ।
৯. বরদো শব্দের অর্থ– বিমুক্তি সুখদাতা।
১০. যানীধ ভূতানি সমাগতানি— রতন সূত্রের অন্তর্গত।

৪ অধ্যায়

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫৩. কোন রত্ন সর্বশ্রেষ্ঠ? *(জ্ঞান)*
ক রাজা খ উপসম্পদা
গ শ্রমণ ঘ বুদ্ধ **ঘ**

৫৪. বিরমুতো শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক নিযুক্ত খ দৃষ্টিসম্পন্ন
গ বিমুক্ত ঘ প্রশংসা **গ**

৫৫. 'অন্তলিক্খে' শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক প্রশংসা খ সুখী
গ দক্ষিণার যোগ্য ঘ আকাশে **ঘ**

৫৬. 'দসসনসম্পদায়' শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক দক্ষিণার যোগ্য খ সমবেত
গ বিমুক্তি ঘ সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন **ঘ**

৫৭. অরিযসচ্চনি শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক দৃঢ়ভাবে খ সপ্তদৃষ্টিসম্পন্ন
গ অহংকার ঘ আর্যসত্যসমূহ **ঘ**

গৌতম বুদ্ধের সমগ্রজীবনের সাধনা চারটি সত্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এগুলো হলো মানবজীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের বিনাশ আছে, দুঃখ বিনাশের উপায়ও আছে। বুদ্ধের এ সম্যক উপলব্ধিকে চতুরার্য সত্য বা চার আর্য সত্যসমূহ বলে।

৫৮. বরদো শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক স্থির খ বিমুক্তি সুখদাতা
গ অহংকার ঘ বৈরাগীন **খ**

৫৯. 'যানীধ ভূতানি সমাগতানি'—এটি কোন সূত্রের অন্তর্গত? *(জ্ঞান)*
ক রতন সূত্র খ সুপুক্কনহ সূত্র
গ ভোজ্জঝা সূত্র ঘ অঙ্গুলিমাল সূত্র **ক**

৬০. 'কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং কায়েন বাচা উদ চেতসা বা, এটি কোন সূত্রের অন্তর্গত? *(জ্ঞান)*
ক ভোজ্জঝা সূত্র খ করণীয় মৈত্রী সূত্র
গ অঙ্গুলিমাল সূত্র ঘ রতন সূত্র **খ**

৬১. লোভ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করে আদর চাকমা অমৃত ধর্মে অবগাত হয়েছেন। তিনি কোন সূত্র পাঠ করে এ শিক্ষা গ্রহণ করেন? *(প্রয়োগ)*
ক রতন সূত্র খ অঙ্গুলিমাল সূত্র
গ করণীয় মৈত্রী সূত্র ঘ ভোজ্জঝা সূত্র **ক**

Tutor পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ **Top 10 Tips** হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো। TOP 10 TIPS

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬২. রতন সূত্রের আলোচিত বিষয় হচ্ছে— *(অনুধাবন)*
i. সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ
ii. ইহলোক রত্ন শ্রেষ্ঠ
iii. বুদ্ধ রত্ন শ্রেষ্ঠ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৩. রতন সূত্রে নমস্কার করতে বলা হয়েছে— *(অনুধাবন)*
i. দেবমানব পূজিত ধর্মকে
ii. বুদ্ধকে
iii. দেবমানব পূজিত সঙ্ঘকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৪. শ্রীপান্থিতা এমন একটি গ্রন্থ পাঠ করছে যাতে রয়েছে নানা সূত্র, করণীয় ও বর্জনীয় বিধান। এর সাথে মিল রয়েছে রতন সূত্রের বর্জনীয়— *(প্রয়োগ)*
i. পিতৃহত্যা
ii. অর্হৎ হত্যা
iii. মাতৃহত্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৫. কাঞ্চন বড়ুয়া প্রত্যহ রতন সূত্র পাঠ করেন। এর ফলে তার পাওয়া সম্ভব— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. অর্হত্ব সুখ
ii. বিমুক্ত সুখ
iii. নির্বাণ সুখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি বা অন্তলিক্ষে
সব্বে ব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং

৬৬. উদ্দীপকের সমাগতানি শব্দের মিল রয়েছে কোন শব্দে? *(প্রয়োগ)*
ক ভূমিবাসী খ সমবেত
গ সুখী ঘ আকাশে **গ**

৬৭. উক্ত সূত্র পাঠ করা হয়— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা পেতে
ii. মহামারি হতে রক্ষা পেতে
iii. অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাড়িতে এমনই অভাব দেখা দিয়েছে যে, না খেতে পেয়ে মনীষা তঙ্গৎগ্যার শ্বশুর মারা গেছে। এ মৃত্যুর পর আরো কিছু অতৃপ্ত আত্মা তাদের বাড়িতে উৎপাত শুরু করেছে।

৬৮. মনীষা তঙ্গৎগ্যার বাড়িতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এমন সমস্যা অতীতে কোন রাজ্যে ঘটেছিল? *(প্রয়োগ)*
ক শ্রাবস্তী খ মগধরাষ্ট্র
গ বৈশালী ঘ রাজগৃহ **গ**

৬৯. উক্ত সমস্যা নিরসনে মনীষা তঙ্গৎগ্যার কী করা উচিত? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক সঙ্ঘানুষ্ঠান খ রতন সূত্র পাঠ
গ পূজা করবে ঘ গানবাজনা করবে **খ**

★★ পাঠ-৪: করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫৫

TOP 10 TIPS

১. বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন— বর্ষা ঋতুতে।
২. হিমালয়ের পাদদেশে বর্ষাবাস শুরু করলেন— পাঁচশত ভিক্ষু।
৩. বনের মধ্যে ছিল বহু— বৃক্ষদেবতা।
৪. বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা বেছে নিতেন— পর্বতের গুহ্য বা বনের মধ্যে সুবিধামতো স্থান।
৫. বৃক্ষদেবতারা পালিয়ে যেতে লাগলেন— শীলতেজের প্রভাবে।
৬. ভয়ঙ্কর আকৃতির মূর্তি দেখে ভয় পেল— ভিক্ষুরা।
৭. বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে ভিক্ষুরা আসেন— শ্রাবস্তীতে।
৮. বুদ্ধ করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করতে বলেন— অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে।
৯. বুদ্ধের উপদেশ মতো ভিক্ষুরা পাঠ করলেন— মৈত্রী সূত্র।
১০. মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বন্ধ হলো— বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭০. যখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন তখন কোন ঋতু সমাগত? *(জ্ঞান)*
ক গ্রীষ্ম খ শরৎ
গ হেমন্ত ঘ বর্ষা **ঘ**

৭১. হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরূপ স্থান ঠিক করে কতজন ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন? *(জ্ঞান)*
ক ৫০০ জন খ ৬০০ জন
গ ৩০০ জন ঘ ৪০০ জন **ক**

৭২. বৃক্ষদেবতারা পরিবার পরিজন নিয়ে যত্রতত্র পালিয়ে যায় কেন? *(অনুধাবন)*
ক খাদ্যাভাবে খ শীলের তেজের প্রভাবে
গ ঝড়ের কারণে ঘ ঘরের দরজা বন্ধ করে **খ**

৭৩. কারা ভিক্ষুদের ভয় দেখাতে লাগল? *(জ্ঞান)*
ক রাক্ষসেরা খ বৃক্ষদেবতারা
গ হিংস্র জন্তুরা ঘ ব্রাহ্মণেরা **খ**

৭৪. কেন ভিক্ষুরা ধ্যান চিত্ত ছেড়ে ভগবান বুদ্ধের নিকট চলে আসল? *(অনুধাবন)*
ক বৃক্ষদেবতাদের ভয়ে খ কঠোর তপস্যার ভয়ে
গ সাধনা চিত্ততা ধারণের ভয়ে ঘ নিবিষ্টতা বজায় রাখার ভয়ে **ক**

৭৫. বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে ভিক্ষুরা কোথায় চলে এলেন? *(জ্ঞান)*
ক কুশীনগরে খ দণ্ডভুক্তিতে
গ লুম্বিনীতে ঘ শ্রাবস্তীতে **ঘ**

৭৬. ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কখন করণীয় মৈত্রী সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করতে বললেন? *(জ্ঞান)*
ক অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে খ চারিধর্ম শ্রবণ দিবসে
গ পঞ্চধর্ম শ্রবণ দিবসে ঘ সপ্তধর্ম শ্রবণ দিবসে **ক**

৭৭. করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করা হয় কেন? *(অনুধাবন)*
ক রোগ থেকে রক্ষা পেতে খ ভূত মতে রক্ষা পেতে
গ দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে ঘ শোক থেকে রক্ষা পেতে **খ**

সূত্রগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ ও অশুভ শক্তির কুপ্রভাব এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে সূত্রগুলো পাঠ করা হয়। ভূত-প্রেত-যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করা হয়।

৭৮. সুমীত বর্ষাবাস পালন করতে চায়। তাকে কোন ধরনের জায়গা বেছে নিতে হবে? *(প্রয়োগ)*
ক পর্বতের গুহা খ পাহাড়ের চূড়া
গ নদীর চর ঘ পর্বতের মধ্যস্থান **ক**

৭৯. রূপন বড়ুয়া রাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ভূত দেখে ব্যাপক ভয় পান। এ ধরনের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে উচ্চস্বরে কী পাঠ করতে হবে? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক বিনয় পিটক খ অভিধর্ম পিটক
গ করণীয় মৈত্রী সূত্র ঘ সংযুক্ত নিকায় **গ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৮০. বৃক্ষদেবতাদের ভয়ে ভিক্ষুরা হয়ে পড়লেন– (অনুধাবন)
i. অত্যন্ত দুর্বল
ii. অত্যন্ত সবল
iii. অত্যন্ত কৃশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **খ**

৮১. ভিক্ষুগণ করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করার ফলে বন্ধ হলো– (অনুধাবন)
i. বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব
ii. শির-পীড়া
iii. ভয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ঘ**

৮২. দাদুর মৃত্যুর পর হলদক মারমার বাড়িতে সম্প্রতি ভূত-প্রেত ও অতৃপ্ত আত্মার উপদ্রব দেখা দিয়েছে। এর সাথে মিল রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. রতন সূত্রের
ii. করণীয় মৈত্রী সূত্রের
iii. অভিধর্ম সূত্রের
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ক**

৮৩. বিজন বড়ুয়া প্রত্যহ করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভয় থেকে মুক্তি
ii. অর্হৎ ফল
iii. ভূত থেকে রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৪ ও ৮৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রমণ জ্যোতিঃপাল থের বসবাসের জন্য নির্জন বনে চলে গেল। কিন্তু সেখানে যক্ষের উৎপাতে সঠিকভাবে সাধনা করতে না পেরে এর সমাধান জানতে শাসনরক্ষিত ভান্তের কাছে গেলেন।

৮৪. উদ্দীপকে কোন সূত্রের পটভূমির ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
(ক) কলহ বিবাদ (খ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র
(গ) করণীয় মৈত্রী সূত্র (ঘ) রতন সূত্র — **গ**

৮৫. উক্ত সূত্র পাঠ করা হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বৃক্ষ দেবতাদের উপদ্রব বন্ধ করতে
ii. বৃক্ষ দেবতারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের সেবায় রত হয়
iii. বৃক্ষ দেবতারা পুনরায় আক্রমণ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ক**

TOP 10 TIPS

** পাঠ-৫, ৬ ও ৭: করণীয় মেত্ত সুত্তং (পালি), করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা), রতনসূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব |পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫৬, ৫৭, ৫৮

১. সন্তং শব্দের অর্থ– শান্ত।
২. অভিসমেচ্চ শব্দের অর্থ– সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে।
৩. অবেং শব্দের অর্থ– বৈরীহীন।
৪. অসপত্তং শব্দের অর্থ– শত্রুতাহীন।
৫. অধিটঠেয্য শব্দের অর্থ– অধিষ্ঠান।
৬. নিপকো শব্দের অর্থ– প্রজ্ঞাবান।
৭. পাণভূতথি শব্দের অর্থ– জগতের প্রাণিকুল।
৮. বৈরিতা দূর করে– মৈত্রীভাব।
৯. প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব– পোষণ করা উচিত।
১০. কায়মনোবাক্য সংযত করে– মৈত্রী ভাবনা।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৬. সন্তং শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান) [সেন্ট প্লাসিডস স্কুল, চট্টগ্রাম]
(ক) শান্ত (খ) বিনীত
(গ) সমর্থ (ঘ) বঞ্চনা — **ক**

৮৭. অভিসমেচ্চ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) বিনীতভাবে (খ) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে
(গ) সামর্থবান (ঘ) সুভরো — **খ**

৮৮. অবেং শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) বৈরীহীন (খ) নিষ্ঠুরতা
(গ) বঞ্চনা (ঘ) অধিষ্ঠান — **ক**

৮৯. 'অসপত্তং শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) দাঁড়ানো (খ) শত্রুতাহীন
(গ) বঞ্চনা (ঘ) জগতের প্রাণিকুল — **খ**

৯০. 'অধিটঠেয্য' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) বঞ্চনা (খ) অধিষ্ঠান
(গ) জগতের প্রাণিকুল (ঘ) বৈরহীন — **খ**

৯১. 'করণীযমথকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ' এটি কোন সূত্রের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
(ক) রতন সূত্র (খ) করণীয় মৈত্রী সূত্র
(গ) অঙ্গুলিমাল সূত্র (ঘ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র — **খ**

৯২. 'নিপকো' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) নিন্দা করা (খ) প্রশংসা করা
(গ) প্রজ্ঞাবান (ঘ) বিনীত — **গ**

৯৩. শীতল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় শিকারির কাছে একটি পাখি দেখলে মুক্ত করে দেন। এটি কোন সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? (প্রয়োগ)
(ক) রতন সূত্র (খ) করণীয় মৈত্রী সূত্র
(গ) ভোজ্ঝঙ্গ সূত্র (ঘ) অঙ্গুলিমাল সূত্র — **খ**

করণীয় মৈত্রীসূত্রে মানবের আচরণ ও চিন্তার করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, এমন কোনো ক্ষুদ্র আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন। সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক এরূপ চিন্তা করতে হবে।

৯৪. করণীয় সূত্র পাঠে বৃক্ষ দেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হয়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) সূত্রটি পাঠে ভূত হতে রক্ষা পাওয়া
(খ) সূত্রটি পাঠে রোগ হতে রক্ষা পাওয়া
(গ) সূত্রটি পাঠে দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা পাওয়া
(ঘ) সূত্রটি পাঠে মহামারি হতে রক্ষা পাওয়া — **ক**

৯৫. বেবি চাকমা প্রত্যহ করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করেন। এর ফলে তিনি কোন গুণটি লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) শীলবান (খ) শক্তিবান
(গ) সম্পদশালী (ঘ) যশস্বী — **ক**

৯৬. রতনসূত্র পাঠের মাধ্যমে কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহ পাওয়া যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
(ক) অকুশল কর্মের সম্পাদনা
(খ) সম্পদ অর্জনের স্পৃহা
(গ) লোভ ও মোহ পূরণের আকাঙ্ক্ষা
(ঘ) কুশল কর্মের সম্পাদনা — **ঘ**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯৭. যাদের মধ্যে রতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম– (অনুধাবন)
i. পশুপাখি
ii. মানুষ
iii. দেবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ক**

৯৮. নির্বাণ পদ করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি চিন্তা করবেন– (অনুধাবন)
i. সকল প্রাণী সুখী হোক
ii. সকল প্রাণী নিরাপদ হোক
iii. সকল প্রাণী সুখ উপভোগ করুক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii — **ঘ**

৯৯. অর্হত্ব লাভে আগ্রহী ব্যক্তি বিরত থাকবেন কাউকে– *(অনুধাবন)*
i. অবজ্ঞা করা থেকে
ii. হিংসা করা থেকে
iii. বঞ্চনা করা থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০০. ত্রিরত্ন বলতে বোঝায়– *(অনুধাবন)*
i. বুদ্ধ রত্নকে
ii. ধর্ম রত্নকে
iii. সঙ্ঘ রত্নকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০১. রতন সূত্র পাঠে উৎসাহ পাওয়া যায়– *(অনুধাবন)*
i. স্বধর্মের পথে পরিচালিত হতে
ii. অমঙ্গল থেকে বিরত হতে
iii. কুশলকর্ম সম্পাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০২. বাবুল তার গুরুর নিকট থেকে রতন সূত্র পাঠ করা শিখে। বাবুল এতে যেটা হতে রক্ষা পাবে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ– *(প্রয়োগ)*
i. ভূত
ii. দুর্ভিক্ষ
iii. মহামারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৩. ভদ্র দীপংকর নির্বাণ পদ লাভে অভিলাষী ব্যক্তি হবেন– *(মিশ্রিত দক্ষতা)*
i. সক্ষম
ii. সরল
iii. কোমল স্বভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৪ ও ১০৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রমণ আনন্দ একটি গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারে, বুদ্ধের সময়কালে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস করতে গেলে বৃক্ষদেবতারা তাদের ভয় দেখায়। বুদ্ধের উপদেশে ভিক্ষুরা একটি সূত্র পাঠ করে সে সমস্যা থেকে রক্ষা পান।

১০৪. উদ্দীপকে আলোচিত সূত্রের 'নিপকো' শব্দের অর্থ কী? *(প্রয়োগ)*
ক প্রজ্ঞাবান খ বন্ধুভাবে
গ দাঁড়ানো ঘ অধিষ্ঠান **ক**

১০৫. উক্ত সূত্র থেকে আমরা শিক্ষা পাই– *(মিশ্রিত দক্ষতা)*
i. প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ
ii. কোনো জীবকে অবহেলা না করা
iii. কারো অমঙ্গল কামনা না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে **POLE** অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
Tutor
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ২৭টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. বৈশালীতে অনাবৃষ্টির সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করেছিলেন?
উত্তর: এক সময় সমৃদ্ধশালী নগরী বৈশালীতে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বৈশালীর এই অনাবৃষ্টির সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করেছিলেন।

প্রশ্ন-২. ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সীমানায় পা রাখার সাথে সাথে কী ঘটলো?
উত্তর: এক সময় সমৃদ্ধশালী নগরী বৈশালীতে অনাবৃষ্টির কারণে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়। রাজার আদেশে প্রজাগণ রাজগৃহে অবস্থানরত বুদ্ধের নিকট গিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষের কথা জানাল এবং বুদ্ধকে তাদের নগরীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করল। বুদ্ধ তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এরপর বৈশালীতে বুদ্ধ আগমন করলেন এবং বুদ্ধ বৈশালীতে পা রাখার সাথে সাথে সমস্ত ভয় দূর হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ফলে রাজ্যের সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হলো এবং সমগ্র রাজ্যে শান্তি ফিরে এল।

প্রশ্ন-৩. বৃক্ষদেবতারা কেন পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল?
উত্তর: বৃক্ষ দেবতারা যে কারণে পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল: ভিক্ষুদের ধর্মজীবন এবং শীলতেজের প্রভাবে বৃক্ষদেবতারা পালিয়ে গেল।

প্রশ্ন-৪. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী?
উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা: প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করাই হচ্ছে করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা। মাতা যেমন নিজের জীবনের বিনিময়ে নিজের সন্তানকে রক্ষা করে তেমনি সকলের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করাই হচ্ছে করণীয় সূত্রের মূল শিক্ষা।

প্রশ্ন-৫. ভিক্ষুরা কীভাবে তাঁদের বর্ষাবাস শেষ করলেন?
উত্তর: ভিক্ষুগণ পর্বতে বর্ষাবাস করতেন। সে পর্বতে অনেক বৃক্ষদেবতা ছিল। ভিক্ষুদের শীলতেজ ও ধ্যান প্রভাবে দেবতাগণের অসুবিধা হয়েছিল। তাই তারা ভিক্ষুদের তাড়ানোর জন্য বিভিন্নভাবে উপদ্রব করতে লাগল। ভিক্ষুগণ দেবতাগণের উপদ্রবের বিষয় বুদ্ধকে জানালেন। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে করণীয় সূত্র পাঠের মাধ্যমে মৈত্রীভাবে বর্ষাবাসের উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের উপদেশে ভিক্ষুগণ মৈত্রীভাবে করণীয় সূত্র পাঠ করতে লাগলেন, এতে দেবতাগণ উপদ্রব বন্ধ করলেন। তারা ভিক্ষুগণের সেবা করতে লাগলেন। তখন ভিক্ষুগণ নিরুপদ্রবভাবে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হলেন।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ সূত্র ও নীতিগাথা

প্রশ্ন-৬. বুদ্ধের দেশিত ধর্মোপদেশ বা মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর: সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। এগুলো ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৭. আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ পাঠ করি। এগুলো পাঠের কারণ কী?

উত্তর: সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে এগুলো পাঠ করা হয়। তবে একেক সূত্র একেক রকম উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়।

প্রশ্ন-৮. কোন উদ্দেশ্যে বা উপলক্ষে কোন সূত্র পাঠ করা হয়?

উত্তর: রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে, করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে, সু-পুব্বণ্হ সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে, ভোজ্জঙ্গ সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে, অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়।

■ রতন সূত্রের পটভূমি

প্রশ্ন-৯. বৈশালী রাজ্যের পরিচয় দাও।

উত্তর: বুদ্ধের সময় বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। এটি বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল।

প্রশ্ন-১০. বৈশালী নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার কারণ কী?

উত্তর: একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়। চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

প্রশ্ন-১১. দুর্ভিক্ষে বৈশালীতে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া কী কারণে আরও অনেক লোক মারা গিয়েছিল?

উত্তর: বৈশালীতে দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করল। শবদেহ নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হলো। পচাগন্ধে অনেক অমনুষ্য-পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল। অমনুষ্যের উপদ্রবে আরও অনেক লোক মারা গেল। বায়ুদূষণের কারণে মহামারি শুরু হলে তাতেও বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে।

প্রশ্ন-১২. বৈশালীবাসী ত্রিবিধ উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে রাজার নিকট নিবেদন করলেন। তারা কী নিবেদন করেছিলেন?

উত্তর: বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি— এ তিন উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, "মহারাজা! নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। পূর্বের সপ্ত রাজবংশের রাজত্বকালে এরূপ দুর্দশা কখনো উৎপন্ন হয়নি।"

প্রশ্ন-১৩. বৈশালীবাসীর প্রতি অনুকম্পাবশত ভগবান বুদ্ধ তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর আগমনের ফলে কী ঘটেছিল?

উত্তর: বৈশালীবাসীসহ রাজা ও রাজঅমাত্যগণ অতি সমারোহে পূজা ও সৎকার করতে করতে ভগবান বুদ্ধকে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ বৈশালী পৌঁছলে দেবরাজ ইন্দ্রদেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা করতে আসলেন। দেবগণের আগমনে অমনুষ্যগণ পালিয়ে গেল।

প্রশ্ন-১৪. তিন উপদ্রব হতে বৈশালীবাসীকে রক্ষায় বুদ্ধ তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে এক বিশেষ নির্দেশনা দিলেন। তাঁর সে নির্দেশনা কী ছিল?

উত্তর: দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি— এ তিন উপদ্রব হতে বৈশালীবাসীকে রক্ষায় ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, "আনন্দ, এই রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালী নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি কর। এই সূত্রের প্রভাবে বৈশালীর দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভয় দূর হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন-১৫. বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবিরের রতন সূত্র পাঠের ফলে বৈশালীতে কী পরিবর্তন হয়েছিল?

উত্তর: সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে বৈশালীতে রোগভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয়— এই ত্রিবিধ ভয় দূর হয়ে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। আবার মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ ঘটে। বৈশালীবাসীর জীবনে শান্তি ফিরে আসে।

■ করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

প্রশ্ন-১৬. বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে বসবাসকালে হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে পাঁচশত ভিক্ষু বসবাস শুরু করলেন। তাঁদের বর্ষাবাসের প্রাথমিক অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর: বর্ষাবাসের জন্য হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে স্থান ঠিক করে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন। কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও ভোজন করে পরম সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন। নির্মল জলবায়ু সেবন এবং সুখাদ্যে তাঁদের শরীর-মন বেশ ভালো হলো।

প্রশ্ন-১৭. বর্ষাবাসে ভিক্ষুগণ হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে বসবাস করছিলেন ধ্যান-সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতে। কিন্তু তারা তা পারলেন না কেন?

উত্তর: ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগল। এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন। ফলে তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারলেন না।

প্রশ্ন-১৮. ভিক্ষুগণের বর্ষাবাসব্রতের সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। তাঁদের সেখানে চলে আসার কারণ কী?

উত্তর: বৃক্ষদেবতাদের অত্যাচারে ক্রমে ভিক্ষুগণ অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর বৃক্ষদেবতাগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এতে ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো। এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা পরস্পর আলোচনা করে বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন।

প্রশ্ন-১৯. ভিক্ষুগণের বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা শুনে বুদ্ধ কী বললেন?

উত্তর: ভিক্ষুগণের বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা শুনে বুদ্ধ বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা আবার সে-স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বৃক্ষদেবতাদের ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিচ্ছি। বৃক্ষদেবতা বা যক্ষদের সাথে শত্রুভাব পোষণ না করে মৈত্রীভাব পোষণ কর। তোমরা ধৈর্য ধরে তাদের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন কর।"

প্রশ্ন-২০. বুদ্ধের উপদেশ মতো ভিক্ষুরা বনে ফিরে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী ভাবনায় রত হলেন। এর প্রভাবে দেবতারা কী করেছিল?

উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে বৃক্ষদেবতারা আর ভিক্ষুদের কোনো উৎপাত করল না, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের সেবায় রত হলো। অবশেষে ভিক্ষুরা সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন।

■ রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

প্রশ্ন-২১. রতন সূত্রে কীসের গুণকীর্তন করা হয়েছে? এর গুণসমূহ কী কী?

উত্তর: রতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিত্তের সংযম রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন-২২. রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের কোন শক্তির কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। চতুরার্য সত্যকে যিনি জানতে পারেন তিনি সংসাররূপ মহাসাগরের সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৩. চতুরার্য সত্য সম্পর্কে সম্যকরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন কেন?
উত্তর: কামনা-বাসনা বা তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি ইন্দ্রখীল বা প্রোথিত স্তম্ভের সাথে তুলনীয়। ইন্দ্রখীল যেমন প্রবল বায়ুর চাপেও কখনো কম্পিত হয় না, তেমনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি লোভ-তৃষ্ণায় কম্পিত বা আসক্ত হন না। তাই তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন।

প্রশ্ন-২৪. মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাণলাভে এ সূত্রের প্রভাব কতটুকু?
উত্তর: রতন সূত্র সকল প্রকার অমঙ্গল ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে, স্বধর্মের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তি সর্ব দুঃখের অবসান করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-২৫. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী?
উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা।

প্রশ্ন-২৬. মৈত্রী ভাবনা আমাদের জীবনে কী ভূমিকা রাখে?
উত্তর: মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শত্রুতা দূর করে। ভালোবাসা জাগ্রত করে। নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-২৭. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণ আমাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলে?
উত্তর: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। ফলে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ৩৯টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৩টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর — SURE 15 — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor: পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ **রতন সূত্রের পটভূমি**

প্রশ্ন-১. সূত্র কাকে বলে? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৯ [চ. বো. ১৯]*
উত্তর: ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীকে সূত্র বলে।

প্রশ্ন-২. অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করতে হয়? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৯ [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*
উত্তর: সু-পুব্বণ্হ সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে পাঠ করা হয়।

প্রশ্ন-৩. সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে কোন সূত্র পাঠ করা যায়? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৯ [কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ]*
উত্তর: সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে বোজ্ঝঙ্গ সূত্র পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন-৪. বৈশালী কাদের রাজ্য ছিল? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: বৈশালী লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল।

প্রশ্ন-৫. কোথায় লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: ভারতের বৈশালীতে।

প্রশ্ন-৬. বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: বেসার নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৭. বৈশালী কেমন নগরী ছিল? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*
উত্তর: বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল।

প্রশ্ন-৮. বৈশালী কীসে পরিপূর্ণ ছিল? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে।

প্রশ্ন-৯. বৈশালী নগরীতে চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়েছিল কেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: অনাবৃষ্টির কারণে বৈশালী নগরীতে চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন-১০. বৈশালীতে কত প্রকার উপদ্রব দেখা দিয়েছিল? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: ৩ প্রকার।

প্রশ্ন-১১. ত্রিবিধ উপদ্রব কী? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [দি. বো. ১৯]*
উত্তর: দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারী— এ তিন উপদ্রবকে একসাথে ত্রিবিধ উপদ্রব বলে।

প্রশ্ন-১২. বৈশালীর রাজা কাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: ভগবান বুদ্ধকে।

প্রশ্ন-১৩. বুদ্ধকে আনতে কয়জন লিচ্ছবি কুমার যাত্রা করলেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*
উত্তর: ২ জন।

প্রশ্ন-১৪. বুদ্ধের নির্দেশে কে রতন সূত্র আবৃত্তি করেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [সিলেট বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: বুদ্ধের নির্দেশে স্থবির আনন্দ রতন সূত্র আবৃত্তি করে।

প্রশ্ন-১৫. রতন সূত্র খুদ্দক নিকায়ের কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১*
উত্তর: রতন সূত্র সুত্ত পিটক অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের খুদ্দক পাঠ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১৬. বুদ্ধ কাদেরকে মানুষের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে বলেছেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৩*
উত্তর: বুদ্ধ দেবতাদেরকে মানুষের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে বলেছেন।

প্রশ্ন-১৭. বুদ্ধ কাকে ইন্দ্রখীলের সাথে তুলনা করেছেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৩*

উত্তর: যিনি সম্যকরূপে চতুরার্য সত্য দর্শন করেছেন বুদ্ধ সেই ব্যক্তিকে ইন্দ্রখীলের সাথে তুলনা করেছেন।

■ রতন সুত্তং (পালি)

প্রশ্ন-১৮. 'সমাগতানি' শব্দের অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: 'সমাগতানি' অর্থ সমবেত।

প্রশ্ন-১৯. 'সক্কচ্চং' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: 'সক্কচ্চং' অর্থ মনোনিবেশসহকারে।

প্রশ্ন-২০. 'আদিযন্তি' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: 'আদিযন্তি' অর্থ অধিক জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন-২১. 'দস্সনসম্পদায' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: 'দস্সনসম্পদায' অর্থ অন্ত দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন।

■ রতন সূত্র (বাংলা)

প্রশ্ন-২২. কারা চার প্রকার অপায় ও ছয় প্রকার মহাপাপ থেকে বিরত থাকেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৪*

উত্তর: স্রোতাপন্ন ব্যক্তিরা।

প্রশ্ন-২৩. স্রোতাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে কী গোপন করা সম্ভব নয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৪*

উত্তর: স্রোতাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন করা সম্ভব নয়।

■ করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

প্রশ্ন-২৪. কতজন ভিক্ষু হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে বর্ষাবাস শুরু করলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: পাঁচশত ভিক্ষু।

প্রশ্ন-২৫. কারা ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৫*

উত্তর: বৃক্ষদেবতারা।

প্রশ্ন-২৬. কীসের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৬*

উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে।

■ করণীয় মেত্ত সুত্তং (পালি)

প্রশ্ন-২৭. পালিতে করণীয় মৈত্রী সূত্রের নাম কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৬*

উত্তর: করণীয় মেত্তসুত্তং।

প্রশ্ন-২৮. 'সন্তুস্সকো' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: 'সন্তুস্সকো' অর্থ সন্তুষ্ট ব্যক্তি।

প্রশ্ন-২৯. 'অপ্পকিচ্চো' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: 'অপ্পকিচ্চো' অর্থ অল্পকৃত্য বা অল্প কর্তব্যযুক্ত।

প্রশ্ন-৩০. 'উপবদ্যেয্যুং' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: 'উপবদ্যেয্যুং' অর্থ নিন্দা করা।

প্রশ্ন-৩১. 'মানসং ভাবসে' অর্থ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: 'মানসং ভাবসে' অর্থ মৈত্রী পোষণ করবে।

প্রশ্ন-৩২. কে নিজের জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭*

উত্তর: মা নিজের জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন-৩৩. কারা পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তিরা পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

■ করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা)

প্রশ্ন-৩৪. কে তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৭*

উত্তর: মৈত্রীভাবনাকারী।

প্রশ্ন-৩৫. তিনটি রত্নকে একত্রে কী বলা হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: ত্রিরত্ন।

■ রতনসূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

প্রশ্ন-৩৬. রতন সূত্রে কীসের গুণকীর্তন করা হয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

উত্তর: বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন, ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৭. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কী করেন না? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯*

উত্তর: কায়-মন-বাক্যে পাপ করেন না।

প্রশ্ন-৩৮. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯; দি. বো. '২৪*

উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা।

প্রশ্ন-৩৯. কার দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয় না? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯*

উত্তর: অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয় না।

৬ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ রতন সূত্রের পটভূমি

প্রশ্ন-১. বৈশালী কেমন নগরী ছিল? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। এটি বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সেখানে রাজা, যুবরাজ, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, কৃষক, বণিক প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও জাতির লোক বসবাস করতো। নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল এবং অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করত।

প্রশ্ন-২. লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [দি. বো. '১৯]*

উত্তর: লিচ্ছবি কুমারগণ বৈশালীতে বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন।

দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারীর উপদ্রবে বৈশালীবাসী দুর্দশায় পড়ে। তখন রাজা ভাবলেন বুদ্ধ আসলে মানুষদের এই দুর্দশা কেটে যাবে। সবার প্রাণ রক্ষা পাবে। মনোবল ফিরে পাবে এবং সমস্ত ভয় ও অমঙ্গল কেটে যাবে। তাই বৈশালীর রাজা বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লিচ্ছবি কুমারগণকে বিভিন্ন উপঢৌকনসহ বুদ্ধের নিকট পাঠান।

প্রশ্ন-৩. বৈশালীকে সমৃদ্ধশালী নগর বলা হয় কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [চ. বো. '১৯]*

উত্তর: বুদ্ধের সময় বৈশালী নানা প্রকার খাদ্য সম্ভার ও ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তাই বৈশালীকে সমৃদ্ধশালী নগর বলা হয়।

বৈশালী ছিল ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য। বর্তমানে এটি বেসার নামে পরিচিত। এখানে রাজা, যুবরাজ, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, কৃষক, বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের মানুষ বাস করত। নানা প্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল। তাই সেখানকার অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল।

প্রশ্ন-৪. বৈশালীতে দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ [দি. বো. '১৯]*

উত্তর: এক সময় বৈশালী সমৃদ্ধ নগরী সত্ত্বেও সেখানে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। বৃষ্টির অভাবে সেখানে চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় ফলে বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৫. সূত্র পাঠ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৯ [দি. বো. '২৪; [illegible] ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

উত্তর: সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে পাঠ করা হয়।

সূত্রসমূহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। যেমন— ভূত, যক্ষ প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পেতে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করা হয়।

প্রশ্ন-৬. বৈশালী নগরে অমনুষ্য পিশাচাদি প্রবেশ করে কেন?

◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ*

উত্তর: পচাগন্ধে বৈশালী নগরে অমনুষ্য পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করে।

একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এর ফলে মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়। চাষাবাদ ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের ফলে বৈশালী নগরীতে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করে। শবদেহ নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হলো। ফলে পচাগন্ধে অনেক অমনুষ্য ও পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করেছিল।

প্রশ্ন-৭. বৈশালী নগরীতে প্রচুর মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটতে লাগলো কেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়, চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা গেল। অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করলো। শবদেহ নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হলো। ফলে পচাগন্ধে অনেক অমনুষ্য-পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল এবং অমনুষ্যের উপদ্রবে আরো অনেকে মারা গেল। বায়ুদূষণের কারণে শুরু হয় মহামারি। ফলে প্রচুর মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটতে লাগলো।

প্রশ্ন-৮. ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির কী করলেন?

◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, "আনন্দ, এই রতন সূত্র আবৃত্তি কর। এই সূত্রের প্রভাবে বৈশালীর দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভয় দূর হয়ে যাবে।" বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন।

■ **করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি**

প্রশ্ন-৯. ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাস ত্যাগ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: ভিক্ষুরা বর্ষাবাস ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে চলে এলেন তথাগত বুদ্ধের কাছে। কারণ তাদের বর্ষাবাস যাপনের স্থানে বৃক্ষদেবতারা ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগলো। বৃক্ষদেবতার ছড়ানো দুর্গন্ধ থেকে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো।

প্রশ্ন-১০. মৈত্রী ভাবনাকারীরা কীভাবে নির্বাণ লাভ করেন?

◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১*

উত্তর: মৈত্রী ভাবনাকারী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে তৃষ্ণা নিরোধ করে নির্বাণ লাভ করেন।

মৈত্রী ভাবনা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তার দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয় না। ফলে তিনি নিজে ও তার সঙ্গে বসবাসকারীগণ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। এভাবে মৈত্রী ভাবনাকারী, তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-১১. বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পালিয়ে ছিল কেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: বর্ষাব্রত পালনকারী ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পালিয়ে ছিল।

একবার বর্ষকালে হিমালয়ের পাশে বনের মধ্যে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাব্রত শুরু করেন। এই বনে অনেক বৃক্ষদেবতা থাকত। উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে ভিক্ষুরা উৎসাহের সাথে শীলপালন ও কর্মস্থান ভাবনা করতে শুরু করেন। তাদের এই ভাবনা ও শীলের তেজে বৃক্ষদেবতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষে শীলের তেজ সহ্য করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। এজন্য তারা গাছ ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

প্রশ্ন-১২. ভিক্ষুরা বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন কেন? ◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫০*

উত্তর: ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ঙ্কর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগলো। এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন। ফলে তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারলেন না। ক্রমে তাঁরা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর বৃক্ষদেবতাগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো। এতে ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো। তাই ভিক্ষুগণ পরস্পর আলোচনা করে বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন।

■ **রতনসূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব**

প্রশ্ন-১৩. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

◀ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১*

উত্তর: করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা, কারো অমঙ্গল না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করা উচিত। কারণ মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে, কায়-মন- বাক্য সংযত করে, বৈরিতা বা শত্রুতা দূর করে ভালোবাসা জাগ্রত করে। সুতরাং, করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৬টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৮টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ■ ৩টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৩টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর | নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১

বর্তিকা নগরীর সমস্যা

মহামারি | দুর্ভিক্ষ | বায়ুদূষণ

ক. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী? ১

খ. ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাস ত্যাগ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে বর্ণিত সমস্যাবলির সঙ্গে বুদ্ধের কোন সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তিকা নগরীর সমস্যা সমাধানে উক্ত সূত্রের প্রভাব ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ *শিখনফল-১ ও ২*

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা।

খ ভিক্ষুরা বর্ষাবাস ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে চলে এলেন তথাগত বুদ্ধের কাছে। কারণ তাঁদের বর্ষাবাস যাপনের স্থানে বৃক্ষদেবতারা ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগলো। বৃক্ষদেবতার ছড়ানো দুর্গন্ধ থেকে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো।

গ ছকে বর্ণিত সমস্যাবলির সঙ্গে বুদ্ধের রতন সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। সূত্র ও নীতি গাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী। বুদ্ধ বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব হতে সুরক্ষা ও সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে সূত্র পাঠ করার বিধান দিয়েছেন। তবে একেক সূত্র একেক রকম উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়, যেমন— রতনসূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে।

লিচ্ছবিদের গণরাজ্য বৈশালীতে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারি দেখা দেয়। ফলে অনাহারে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করলে তাদের মরদেহ নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করলে পচাগন্ধে অনেক অমনুষ্য পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল। অমনুষ্যদের উপদ্রবে আরো মানুষ মারা গেল। বায়ু দূষণের ফলে প্রচুর মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণ হানি ঘটতে লাগল। তখন তথাগত বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানানো হলো এবং তিনি তাঁর শিষ্য আনন্দকে রতন সূত্র পাঠের নির্দেশ দিলেন। রতন সূত্র পাঠে উক্ত সকল সমস্যার সমাধান হলো।

ঘ বর্তিকা নগরী অর্থাৎ লিচ্ছবিদের গণরাজ্য বৈশালী নগরীর সমস্যা সমাধানে রতন সূত্রের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ।

বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতন সূত্র পাঠে রোগভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয় দূর হয়ে গেল এবং বৈশালীবাসীর জীবনে শান্তি ফিরে এল।

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। রতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয় এবং ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায় আর চিত্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। চতুরার্য সত্যকে যিনি জানতে পারেন তিনি সংসাররূপ মহাসাগরের সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। কামনা-বাসনা বা তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি ইন্দ্রখীল বা প্রোথিত স্তম্ভের সাথে তুলনীয়। ইন্দ্রখীল যেমন প্রবল বায়ুর চাপেও কখনো কম্পিত হয় না, তেমনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি লোভ-তৃষ্ণায় কম্পিত বা আসক্ত হন না। তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রতন সূত্র সকল প্রকার অমঙ্গল ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে, স্বধর্মের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তি সর্ব দুঃখের অবসান করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶২ পারমিতা বড়ুয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। সে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। হঠাৎ সে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়।

ক. বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত? ১
খ. সূত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উল্লিখিত ঘটনার বিষয় কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত সূত্র পাঠ ব্যতিরেকে পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। ৪

◀ শিখনফল-১ ও ২

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বৈশালী বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত।

খ সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে পাঠ করা হয়।

সূত্রসমূহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। যেমন— ভূত, যক্ষ প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পেতে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করা হয়।

গ উল্লিখিত ঘটনার বিষয় করণীয় মৈত্রী সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে।

করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের উদ্দেশ্য হলো ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া। পারমিতা বড়ুয়া গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়। এ অশুভ আভাস হলো ভূত, প্রেত ইত্যাদি যার উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করা হয়।

তথাগত বুদ্ধের সময় ভিক্ষুগণ যখন বর্ষাবাসের জন্য জঙ্গলে স্থান নির্বাচন করে থাকতে শুরু করলেন তখন বৃক্ষদেবতারা তাঁদেরকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে অত্যন্ত ভয়ানক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলেন। তখন বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুগণ গেলে তিনি করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের নির্দেশ দেন। এ সূত্র পাঠে বৃক্ষদেবতাগণ কোনো উপদ্রব তো করলই না বরং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁদের সেবায় রত হলো।

ঘ উক্ত সূত্র অর্থাৎ করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ছাড়া পারমিতা বড়ুয়ার বাড়ির অশুভ পরিস্থিতি নিরসনে করা সম্ভব নয়।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত।

কারণ মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শত্রুতা দূর করে। ভালোবাসা জাগ্রত করে এবং নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল; দৃশ্য-অদৃশ্য, কাছের-দূরের, জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে-এরূপ সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সর্বদা মঙ্গলকামনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। ফলে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। এভাবে মৈত্রীভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করে এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে বুদ্ধদেশিত রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।